মাসিক কমপিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা: এ কে এম রফিক উদ্দিন
ডা: এস এম মোরতজেল আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক মুনরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহফুর রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ক. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন শামভেল মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ এম. এ. হক অনু
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা সমর মৃধা
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইজিং (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
গ্রাহক ও এজেন্ট ব্যবস্থাপক প্রকৌ. মাজনীন সাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৭১১৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Munir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tamal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

ভিওআইপি লাইসেন্স এবং বাংলাদেশে পেপ্যাল

বর্তমান দুনিয়ায় ভয়েস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ভিওআইপি তথা ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সস্তা একটি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি বৈধভাবে এ দেশে উন্মুক্ত ব্যবহারের সুযোগ দাবি করে মাসিক কমপিউটার জগৎ সুদীর্ঘকাল থেকে সরকারের ওপর জোরালো তাগিদ দিয়ে আসছে। কারণ, কমপিউটার জগৎ মনে করে এই প্রযুক্তি বৈধ লাইসেন্সের মাধ্যমে উন্মুক্ত ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হলে মানুষ শুধু সস্তায় সর্বত্র যোগাযোগের সুবিধাটুকুই পাবে না, সেই সাথে এ প্রযুক্তি জাতীয় রাজস্ব খাতের আয় ব্যাপক হারে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ ছাড়া জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভিওআইপি পালন করতে পারে ইতিবাচক ভূমিকা। ভিওআইপি এ দেশে ব্যবহার হচ্ছে না, তেমন নয়। তবে তা ব্যবহার হয়ে আসছে অবৈধভাবে। ফলে লাভবান হচ্ছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল। কিন্তু বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার। আর এ জন্য দেশের বর্তমান ও অতীত সরকারগুলোর ব্যর্থতার দায় সীমাহীন। ভিওআইপি উন্মুক্ত হচ্ছে, ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার তথা ভিএসপি লাইসেন্স শিগগিরই দেয়া হচ্ছে করে করে বলা যায় এক দশক পার হয়ে গেছে। সে যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত সম্প্রতি ভিওআইপি লাইসেন্স ইস্যু করার ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এসেছে, যে পদক্ষেপ সূত্রে এ দেশের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমরাও আশাবাদী-খুব শিগগিরই এ দেশে বৈধ লাইসেন্সের মাধ্যমে ভিওআইপি ব্যবহার উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি সম্প্রতি বাংলাদেশী নাগরিক/প্রতিষ্ঠানের কাছে ভিএসপি লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। এই আবেদনপত্র আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিটিআরসি চেয়ারম্যান বরাবরের এ কমিশনের লাইসেন্স শাখায় জমা দেয়া হবে। এ জন্য বিটিআরসি ইতোমধ্যেই রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইন তৈরি করেছে। এই গাইডলাইনসহ লাইসেন্সের আবেদনের নির্ধারিত ফরম বিটিআরসির ওয়েবসাইট www.btrc.gov.bd-তে পাওয়া যাচ্ছে। গাইডলাইনে বর্ণিত যথোপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ফরম পূরণ করে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযোজন করে নির্ধারিত ফি দিয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে।

বলা হয়েছে, উল্লিখিত গাইডলাইনটি তৈরি করা হয়েছে লাইসেন্সিং ও রেগুলেটরি কাঠামো পর্যালোচনা করে, যাতে করে স্বচ্ছতার সাথে কোনোরকম বৈষম্য না করে সুষ্ঠুভাবে লাইসেন্স ইস্যুর কাজটি সম্পন্ন করা যায়। সরকার চায় এই লাইসেন্স চালু করে সাধারণ মানুষের জন্য সহজে ও সস্তায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভয়েস কলের সুযোগ সৃষ্টি করতে। সেই সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ও নতুন নতুন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার সুযোগ পাবে। আমরা মনে করি, সরকারের উদ্দেশ্য যথার্থই যৌক্তিক ও সৎ। তাই আমরা চাই, আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে সরকারের এই উদ্দেশ্যটি নির্বিবাদে যথাসময়ে বাস্তবায়িত হোক। বর্তমানে লাইসেন্স দেয়ার যে সময়সূচি ও গাইডলাইন ঘোষিত হয়েছে, সে অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যুর কাজটি সম্পন্ন হোক। ভিওআইপি দীর্ঘদিন ধরে লৌহ কারাগারে থাকা দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাক। তেমনটি যদি এবার অন্তত ঘটে, তবে অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে সরকারের জন্য থাকবে আন্তরিক মোবারকবাদ।

সুখের বিষয়। আমাদের প্রযুক্তির আকাশে আরেকটি সুসংবাদ ভেসে বেড়াচ্ছে। খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সিংয়ের নতুন দুয়ার উন্মোচন করতে আগামী বছরের শুরুর দিকেই বাংলাদেশে আসছে অনলাইন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থ লেনদেনের জনপ্রিয় ও নিরাপদ মাধ্যম পেপ্যাল (PayPal)। পেপ্যাল (www.paypal.com) বর্তমানে ১৯০টি দেশের ২৪টি মুদ্রায় লেনদেন করার সুযোগ চালু রেখেছে। পেপ্যাল একটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান। এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করে। অনলাইনে বিক্রেতাদের জন্য অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর জুড়ি নেই। কিন্তু ইন্টারনেটে অর্থ লেনদেনকারী সবচেয়ে নিরাপদ প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈধতা পায়নি। ফলে বাংলাদেশে অনলাইনে যারা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করেন, তারা তাদের কাজের টাকা পেতে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। এদেশে এখন পর্যন্ত পেপ্যালের বৈধতা না থাকায় বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারেরা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সরাসরি অর্থ আনতে পারছেন না। ফলে তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইটের শরণাপন্ন হতে হয়। ওই সাইটগুলোতে ১০-১৫ শতাংশ অর্থ কেটে নেয়া হয়। অথচ পেপ্যালের বৈধতা থাকলে এখানে মধ্যস্বত্বভোগী সাইটের কোনো প্রয়োজন পড়ত না। পেপ্যাল চালু হলে এই অসুবিধা কাটবে এবং বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারেরা তাদের কাজের অর্থ নিরাপদে পাওয়ার সুযোগ পাবেন। আমরা আশা করব যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পেপ্যাল বাংলাদেশে বৈধতা পাক।

আর ক'দিন পরই আসছে ঈদুল ফিতর। পবিত্র ঈদুল ফিতর আমাদের সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ আর আনন্দের নতুন বারতা-এই কামনায় আমাদের সম্মানিত লেখক, পাঠক, গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী সবার জন্য রইল ঈদুল ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা। আল্লাহ আমাদের সবার সহায় হোন।

লেখক সম্পাদক
● প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ● সৈয়দ হাসান মাহমুদ ● সৈয়দ হোসেন মাহমুদ ●